13

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 23 MAY 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

শিক্ষা পদ্ধতিতে নতুন ধারা

ইউসেপ শিক্ষাক্রম সফল হবে কি ?

জহিরুল হক ভূঁইয়া

পূর্ব প্রকাশিতের পর

কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দু'টি শীফটে বিভক্ত– সকাল ৯টা থেকে ১২-৩০ মিঃ এবং দুপুর ১-০০ থেকে ৪-৩০ মিঃ পর্যন্ত। ছাত্রগণ, তাদের সুবিধামত শীফটে এখানেও প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পায়। কারিগরি বিদ্যালয়টি যেহেতু তাদের বাসস্থানের কাছাকাছি নয় তাই তাদের যাতায়াতের জন্য ইউসেপ প্রশিক্ষণ ভাতা হিসাবে ৩২৫ টাকা প্রতি মাস হারে প্রদান করে। প্রশিক্ষণ শেষে নুতন কার্যস্থলে যোগদানের নিমিত্তে তাদের প্রশিক্ষণ ভাতা থেকে প্রতি মাসে ৭৫ টাকা হারে কর্তন করে ব্যাঙ্কে জমা রাখা হয়, যা প্রশিক্ষণ শেষে ব্যাঙ্ক থেকে সুদসহ তারা উত্তোলন করে। জমাকৃত ভাতার মাধ্যমে কখনো কখনো কয়েকজন ছাত্র একত্রিত হয়ে নিজেরা নিজস্ব ট্রেডের একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। এছাড়াও বিনামূল্যে খাতা, কলম, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণসামগ্রীও সরবরাহ করা হয়। কারিগরি বিদ্যালয়েও শিক্ষকগণ ছাত্রদের সাথে এবং তাদের অভিভাবক ও নিয়োগ কর্তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। তাদের বিপদে-আপদে বন্ধুর মতো তাদের পাশে এসে দাঁড়ান

শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়াও ছাত্রদের মধ্যে চারিত্রিক সংগঠনের, সামাজিক আচার-আচরণ সম্পর্কে তাদের সচেষ্ট করে তোলার দায়িত্বও ইউসেপের প্রশিক্ষকগণ পালন করেন। বছরের বিভিন্ন সময়ে ক্রীড়া অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীগণ নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ পায়।

বর্তমানে আমাদের প্রশিক্ষণরত মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১২০০০। এর মধ্যে ছাত্রের হার প্রায় ৫৮.৬% এবং ছাত্রীর সংখ্যা ৪১.৪%।

ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় আমাদের স্কুল সংখ্যা নিম্নরূপ-

বিভাগ	সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
ঢাকা	১০টি	৭টি ইউনিট
চট্টগ্রাম	০৬টি	৩টি ইউনিট
খুলনা	০৪ টি	নির্মাণাধীন

জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমে ইউসেপ

সেগুন বাগিচার একটি স্কুল নিয়ে শুরু হলেও আজ ইউসেপের কার্যক্রম ঢাকা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ ও খুলনা বিভাগে বিস্তার লাভ করেছে। আমাদের শিক্ষা কর্মসূচী আগামী বছরগুলিতে আরও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে।

ইউসেপ–এর শিক্ষা উত্তর কার্যক্রম

সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ দান শেষ করেই ইউসেপ তাদের দায়িত্ব শেষ করে না। বরং প্রশিক্ষণ শেষে স্বীয় ট্রেডে চাকরিতে নিয়োগের জন্য আমাদের চাকরিতে নিয়োগ শাখা সর্বক্ষণ, কর্মরত। নিয়োগ কর্মকর্তাগণ সব সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপক এবং কর্মীদের সাথে সর্বময় যোগাযোগ রক্ষা করেন। তারা নিয়োগ প্রসঙ্গ ছাড়াও আমাদের ছাত্রদের আচার-আচরণ, বাজারে আমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের চাহিদা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষন ত্রুটি ইত্যাদি সকল উপাত্ত সংগ্রহ করেন। যাহা তিনি সাথে সাথেই সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় প্রশাসকের সাথে আলোচনা করেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে আমাদের ত্রুটি দূরীকরণের চেষ্টা করা হয়।

আমাদের বিভাগীয় প্রশাসকগণও তার প্রশিক্ষকবৃন্দসহ কর্মবাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার নিমিত্তে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মী, ব্যবস্থাপক এবং মালিকবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন। প্রায়শঃই এই যোগাযোগ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রদের চাকরিতে নিয়োগের সরাসরি সহায়তা করে।

এছাড়াও প্রশাসকগণ নিয়োগপ্রাপ্ত ছাত্রদের অবস্থা, কর্মতৎপরতা এবং প্রশিক্ষণ উত্তর সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ-খবর রক্ষা করেন। ফলে এই ছাত্রদের মাধ্যমেও আরও নিয়োগের এবং চাকরির সন্ধান পাওয়া যায়।

ফলে বর্তমান প্রশিক্ষণার্থী ছাত্রদের ফল প্রকাশের পূর্বেই প্রায় ৩০% চাকরি হয়ে যায়। তাদের হাতে সনদপত্র পৌঁছবার সময়ের মধ্যেই প্রায় ৮০% ছাত্রদের কর্মসংস্থান করা হয়। পরবর্তী সেশনের পরীক্ষার পূর্বেই প্রায় ৯০% ছাত্র কর্মসংস্থান পেয়ে যায়। বাকী ১০% ছাত্র কিছু নিজেরা মিলিত হয়ে ব্যবসা শুরু করে এবং কিছু ছাত্র ট্রেড পরিবর্তন করে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হয়।

বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম, নিয়োগকর্তা দিবসে সনদপত্র, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহেও বিভিন্নভাবে আমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে নিয়োগকর্তাদের অবগত করান হয়। যা ফলশ্রুতিতে আমাদের ছাত্রদের প্রশিক্ষণ শেষে কর্মসংস্থানে আরও একধাপ এগিয়ে দেয়।

সাধারণ শিক্ষা শেষে যারা কারিগরি বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ব্যর্থ হয় তাদের অপেক্ষাকৃত উন্নত কাজের বা কর্মসংস্থানের জন্যও আমাদের কর্মে নিয়োগ কর্মকর্তাগণ সর্বদা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

নিম্নে ১৯৯১-৯২ সালের কর্মসংস্থানের একটি ছক প্রকাশ করা হল-

বিভাগ	সাধারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত	কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্ত
ঢাকা	১১৫ জন	২২০ জন
চট্টগ্রাম	৯০ জন	উত্তীর্ণ ছাত্র নাই
খুলনা	১৫৫ জন	"

ইউসেপ শুধুমাত্র জাতীয় শিক্ষা কর্মসূচীতেই অংশগ্রহণ করছে তা নয় বরং সমাজের যে শ্রেণীটি আজ প্রকৃতিগত কারণেই অবহেলিত তাদের শিক্ষাদান করে পুনর্বাসিত করছে। তাদের দিচ্ছে জীবনের নতুন দিকনির্দেশনা। একই সাথে শিল্প-কারখানাগুলোর জন্য প্রস্তুত করছে আধাদক্ষ কারিগর যারা জাতীয় জীবন গঠনে সহায়তা করছে আমাদের শিল্প মালিকগণকে। কর্মক্ষেত্রে আমাদের সীমাবদ্ধতাও রয়েছে যথেষ্ট। আমরা সকল অবহেলিত বেকার বালক-বালিকাগণকে শিক্ষার আলো দিতে এখনো সমর্থ নই। সাধারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রতিটি শিশুকে আমরা কারিগরি প্রশিক্ষণ দিতে পারছি না। পারছি না প্রতিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্তকে সঠিকভাবে নিয়োগ করতে। এ ব্যাপারে আমরা আমাদের দেশের সফল এবং সক্ষম শিল্পপতিদের প্রত্যক্ষ সহায়তা কামনা করি, কামনা করি মাননীয় বাংলাদেশ সরকারের সুষ্ঠু সহযোগিতা।